দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষামন্ত্রণালয় তথ্য প্রকল্প দৈনিক বাংলা 26 NOV 1988

নয়া এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ ৬০ নম্বরের প্রশ্ন অবজেকটিভ হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, নকল প্রবণতা বন্ধ করতে সরকার পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গতকাল সকালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সমিতির জাতীয় সম্মেলনে সমিতি নকল প্রবণতাকে "সবগ্রাসী সমস্যা" বলে অভিহিত করে।

জবাবে মন্ত্রী নকল প্রবণতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে এতে দেশের কোন কল্যাণ হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনে সরকারের দৃঢ় মনোভাবের কথাও জানান।

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে দুইদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষা রাশিদা বেগম। শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ডঃ আ হ ম করিম বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান যে পরিবর্তনের সূচনা হবে ১৯৮৯ সালে অষ্টম শ্রেণীতে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে উত্তরপত্রের বিন্যাস

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নয়া এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি

দৈনিক বাংলা

(প্রথম পৃঃ পর)

থাকবে এরকম—৬০ শতাংশ অবজেকটিভ এবং ৪০ শতাংশ লিখিত। এই পদ্ধতিতে নকল করা সম্ভব হবে না। এসএসসি স্তরে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হবে ১৯৯২ সালে। এবারের এসএসসি পরীক্ষার সেন্টার আগামী ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করা হবে।

অনার্স স্তরে পরিবর্তন ও নতুন নিয়ম প্রবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন যে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে দুটি এ্যাফিলিয়েটিং ভার্সিটি হবে—যার অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দেশে অচিরেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবে। আগামী অর্থ বছরে এব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন যে কলেজগুলোয় শুধু ডিগ্রী না অনার্স কোর্স কোনটি চালু থাকবে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত খুব শীগগীরই নেয়া হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতে দিলে আপত্তি করার কিছু নেই।

মন্ত্রী জানান যে গত ৬ বছরে শিক্ষাখাতে বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ চার গুণ বেড়ে ১২০০ কোটি টাকায় উন্নীত হলেও শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে। নকল প্রবণতা, সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রধান কারণ বলে মন্ত্রী চিহ্নিত করেন।

ছাত্রদের নিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষকের রাজনীতি করার প্রবণতায় মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা নির্ধারণ করেন অধ্যক্ষ বা শিক্ষক কেউ থাকবেন কি থাকবেন না।

সমিতির সভানেত্রী রাশিদা বেগমের "অপরিকল্পিত ও ব্যাপক হারে যত্রতত্র বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণ" প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, তারা দেখেছেন যে জাতীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষার কোন গুণগত মান উন্নয়ন হয় না। একটি প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্বে 'সরকারী' শব্দটি যোগ হয় মাত্র।

দেশে ইংরেজী-বাংলা শিক্ষা নিয়ে 'হিপোক্রেসী' চলছে অভিযোগ করে মন্ত্রী বলেন যে অনেকে যারা সর্বস্তরে বাংলার প্রবক্তা তাদের অধিকাংশের ছেলেমেয়েরা বাইরে ইংরেজীতে পড়ালেখা করে। চাকরি ও প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এরা ভাল করে ইংরেজী জানা থাকায়। এই হিপোক্রেসী যতক্ষণ না দূর করা যাবে ততদিন পর্যন্ত দেশকে এগিয়ে নেয়া যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরো বলেন যে বেসরকারী স্তরে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোন বাধা দেবে না। তবে সরকার ইংরেজী স্কুল স্থাপন করবেন না।

শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ বলেন যে কলেজ অধ্যক্ষের চাকরি বর্তমানে প্রফেশনাল হ্যাজার্ডে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যে হারে নকল প্রবণতা বাড়ছে তা অব্যাহত থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হবে না।

আজ শনিবার সম্মেলনের শেষ দিনে নতুন কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।